# এইচএসসিতে অনুপস্থিতির বাড়তি হার কেন উদ্বেগের

**আকাশ চৌধুরী**
০৬ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উচ্চশিক্ষায় ভর্তি, পেশাগত জীবনের প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের ভিত্তি অনেকটাই এই পরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিনের যে চিত্র সামনে এসেছে, তা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্র- সবার জন্যই গভীর উদ্বেগের বিষয়। পরীক্ষার প্রথম দিনেই ২৪ হাজার ৭৮৪ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। সংখ্যাটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে জমে থাকা সংকটের একটি স্পষ্ট প্রতিফলন।

শুধু প্রথম দিনের অনুপস্থিতির সংখ্যা নয়, আরও উদ্বেগজনক তথ্য হলো- এবার নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশই পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেনি। অর্থাৎ তারা পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগেই শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারা থেকে ছিটকে পড়েছে।

দুই বছর আগে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে এবার এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছে মাত্র সাড়ে ৯ লাখ। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী মাঝপথেই হারিয়ে গেছে। প্রথম দিনের অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও এর সঙ্গে যুক্ত করলে চিত্রটি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলেও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। গত বছর প্রথম দিনে অনুপস্থিত ছিল ১৯ হাজার ৭৫৯ জন, ২০২৪ সালে ১৫ হাজার ২০৩ জন এবং ২০২৩ সালে আটটি শিক্ষা বোর্ডে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ হাজার ৫২২। অর্থাৎ বছর বছর অনুপস্থিতির হার ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা যে বাড়ছে, তারই একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি। প্রশ্ন হচ্ছে, এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী কোথায় গেল? কেন তারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না? তারা কি অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে? নাকি পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে? কেউ কি বিদেশে কর্মসংস্থানের আশায় পড়াশোনার পথ ছেড়েছে? নাকি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাদের আগ্রহ ও আস্থা কমে গেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা এখন সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতাও এ ক্ষেত্রে একটি বড় কারণ হতে পারে। মূল্যস্ফীতির চাপে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ দোকানে, কেউ কারখানায়, কেউ আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্বল্প আয়ের চাকরি করছে। অনেক পরিবারে শিক্ষার চেয়ে সংসার চালানোই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার আগেই বই-খাতা গুটিয়ে জীবিকার সন্ধানে নেমে পড়ছে।

অন্যদিকে সামাজিক কারণও কম নয়। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক মেয়ের অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাদের শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত থেকে যায়। আবার অনেক শিক্ষার্থী পারিবারিক অস্থিরতা, মানসিক চাপ কিংবা পর্যাপ্ত শিক্ষা সহায়তার অভাবে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এসব বিষয়ও পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরেও রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। এখনও আমাদের শিক্ষা অনেকাংশেই মুখস্থবিদ্যা ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক। একজন শিক্ষার্থী সৃজনশীলভাবে শেখার চেয়ে ভালো ফল করার চাপেই বেশি থাকে। বিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং এবং পরিবারের প্রত্যাশার ভার অনেক সময় শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। যারা একবার পিছিয়ে পড়ে, তাদের জন্য কার্যকর পুনর্বাসন বা সহায়তার ব্যবস্থা খুবই সীমিত। ফলে তারা ধীরে ধীরে শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এসএম হাফিজুর রহমান একটি শীর্ষ জাতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকারে যথার্থই বলেছেন যে, এই পরিস্থিতির পেছনে বিদ্যমান লেখাপড়ার পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার দুর্বলতা, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণ- কোনটি কতটা ভূমিকা রাখছে, তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সমস্যার প্রকৃত কারণ শনাক্ত না করে শুধু সংখ্যা গণনা করলে কোনো কার্যকর সমাধান আসবে না। এই সংকট শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নয়; এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্ন। একটি দেশ তখনই এগিয়ে যায়, যখন তার তরুণ জনগোষ্ঠী শিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি তৈরি হবে। এর প্রভাব পড়বে অর্থনীতি, শিল্প, প্রযুক্তি, প্রশাসন এবং সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের ওপর। তাই এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

শিক্ষার্থীরা কেন ফরম পূরণ থেকে বিরত থাকছে বা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকছে, তা চিহ্নিত করতে জাতীয় পর্যায়ে একটি বিস্তৃত গবেষণা জরুরি। একই সঙ্গে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, শিক্ষা ভাতা ও আর্থিক সহায়তার

পরিধি বাড়াতে হবে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় মূলধারার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে নিতে হবে বিশেষ কর্মসূচি। পাশাপাশি প্রতিটি কলেজে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা চালু, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উদ্যোগও প্রয়োজন। শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারও জরুরি। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্য নয়, জীবন গড়ার জন্য পড়াশোনা করবে। আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বাস্তব জীবনের দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করতে না পারলে এই সংকট আরও বাড়বে।

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনের খালি বেঞ্চগুলো আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নীরব আর্তনাদ। প্রতিটি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর পেছনে হয়তো লুকিয়ে আছে একটি ভাঙা স্বপ্ন, একটি অসহায় পরিবার কিংবা একটি হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনা। তাই এই ঘটনাকে কেবল পরীক্ষার পরিসংখ্যান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি একটি জাতীয় সতর্কবার্তা। আজ যদি আমরা এই সংকেতকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারি, তবে হয়তো হাজারো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ রক্ষা করা সম্ভব হবে। অন্যথায় শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এই তরুণদের হারানোর দায় শেষ পর্যন্ত পুরো জাতিকেই বহন করতে হবে।

আকাশ চৌধুরী : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মতামত লেখকের নিজস্ব